advertisement

জিএস পদ নিয়ে কিছু করার নেই

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০২:০৮

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। ছবি : সংগৃহীত

advertisement

দুর্নীতি, চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগে সদ্য পদচ্যুত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) জিএস পদ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের পদচ্যুত সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও রাব্বানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের সদস্য পদ নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কের। নৈতিক

স্খলনের জন্য অভিযুক্ত এই দুই ছাত্রনেতা গুরুত্বপূর্ণ এসব পদে থাকার আর যোগ্যতা রাখেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, যে অপকর্মের কারণে দল থেকে রাব্বানী পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তাতে তার ডাকসুর জিএস পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

অবশ্য নৈতিক স্খলনে অভিযুক্তের বিষয়ে ডাকসুর গঠনতন্ত্রে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া নাই। কারও পদ বাতিল, স্থগিত বা বহিষ্কার ডাকসুর সভাপতি তথা উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতাবলে হয়ে থাকে। গঠনতন্ত্রে সভাপতির ক্ষমতায় বলা আছে, সংসদের স্বার্থে সভাপতি চাইলেই যে কোনো সময় যে কোনো কার্যনির্বাহী সদস্য, অফিস কর্মচারীদের বহিষ্কার বা পদচ্যুত করতে পারবেন। এমনকি তিনি চাইলে পুরো কার্যনির্বাহী সংসদও ভেঙে দিতে পারেন। অন্যদিকে গঠনতন্ত্রের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য পদ সম্পর্কে বলা আছে, যদি কোনো সদস্য কিংবা কর্মকর্তা পদত্যাগপত্র জমা দেন অথবা কেউ স্বেচ্ছায় সরে যেতে চান বা মারা যান তা হলে নির্বাচন কমিশনের কার্যবিধি অনুসারে খালি পদ পূর্ণ করা হবে।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ হিল বাকী বলেন, নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত একজন নেতা কী করে ডাকসুর জিএস পদে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে থাকতে পারে? যার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত। রাব্বানীর উচিত ডাকসুর জিএস পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা। সঙ্গে সিনেট থেকে পদত্যাগ করা উচিত শোভন ও রাব্বানীর। তারা পদত্যাগ না করলে উপাচার্যের উচিত তাদের বহিষ্কার করা। কারণ নৈতিক স্খলনে অভিযুক্ত কেউ সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র মাজহারুল ইসলাম বলেন, একজন চাঁদাবাজকে সাধারণ ছাত্ররা কখনো নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে মানতে পারে না। রাব্বানীর পদত্যাগের পাশাপাশি শোভনকেও বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে ডাকসু সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, ছাত্রলীগ থেকে শোভন ও রাব্বানীর পদত্যাগের বিষয়টা তাদের সাংগঠনিক ব্যাপার। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু করার নেই। সংগঠন থেকে তারা পদত্যাগ করেছে। তাদের সংগঠন আর ডাকসু এক নয়। তবে ডাকসু থেকে বা শিক্ষার্থীরা যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে, তা হলে আমরা বিষয়টা দেখব।